



কৃষিবিদ অস্ট্রেলিয়ার ২১তম বার্ষিক বনভোজন ও পুনর্মিলনী

জিয়াউল হক বাবলুঃ গত ৮ই নভেম্বর কৃষিবিদ অস্ট্রেলিয়া বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আয়োজন করে তাদের ২১তম বার্ষিক বনভোজন ও পুনর্মিলনী। সিডনির বোটানিস্ট স্যার জোসেফ ব্যাঙ্ক পার্ক-এ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে কৃষিবিদবৃন্দ স্বপরিবারে ছুটে আসেন সিডনির বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এবং ৪০০কি মি দূরের অওগা অওগা থেকে ও রাজধানী ক্যানবেরা থেকে। উল্লেখ্য এই স্যার জোসেফ ব্যাঙ্ক পার্ক-এ বিশ বছর পূর্বে কৃষিবিদ অস্ট্রেলিয়া আয়োজন করেছিল তাদের প্রথম বনভোজন ও পুনর্মিলনী। এবারের বনভোজন যেন 'ফিরে দেখা বাংলাদেশ ও প্রবাসের ২০ বছর' - দেশের ও প্রবাসের স্মৃতি রোমন্থন। আয়োজনে ছিল চা-নাস্তা, মধ্যাহ্নভোজ, বয়সভেদে সবার জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, স্মৃতিচারণ ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তবে আড্ডাই যেন ছিল মুখ্য আকর্ষণ - "বন্ধু কি খবর বল"?

বরাবরের মত এবারেও সকল কৃষিবিদের নাম-ঠিকানা সম্মিলিত মাগাজিন "ঠিকানা" প্রকাশ করা হয় পিকনিকের মাঠে। এটি ছিল "ঠিকানা"-র ২১তম বার্ষিক প্রকাশনা। সকালের চা-নাস্তা পর্বের পর সংগঠনের ক্রীড়া সম্পাদক জাহেরুল ইসলাম তার সহযোগীদের নিয়ে শিশু-কিশোরদের খেলাধুলা পর্বটি পরিচালনা করেন। উপস্থিত ক্ষুদে খেলোয়াড়রা এতে অংশগ্রহণ করে। সব বয়স গ্রুপের জন্যে বেশ মজাদার খেলাধুলার আয়োজন ছিল। মহিলাদের জন্য ছিল সুরের তালে তালে "বাজনা শেষে বালিশ কোথায়"। তবে ডিম ছোড়া খেলাটি সবাই বেশ উপভোগ করেন। উল্লেখ্য বিশ বছর পূর্বের প্রথম বার্ষিক বনভোজন ও পুনর্মিলনীতেও এই খেলাটি ছিল।

যোহরের নামাজের পরই শুরু হয় ভোজন পর্ব। মধ্যাহ্নভোজের পর সাংস্কৃতিক সম্পাদক খন্দকার মালিক শাফি জাকির সঞ্চালনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি ছিল খুবই উপভোগ্য। প্রথমেই খন্দকার মালিক শাফি জাকি প্রবাসী কৃষিবিদকে নিয়ে তার লিখা ও সুর করা একটি গান করেন তার স্ত্রী ফারিয়া আহমেদকে সাথে নিয়ে। ডঃ মঞ্জুর হামিদ কচি গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। ছোট ছোট শিশুদের কবিতাসহ আরো অনেকে গান ও কৌতুক পরিবেশন করেন।

সাংস্কৃতিক পর্বের পর ছিল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। পুরস্কার বিতরণ করেন ডঃ আইয়ুবুর রহমান চৌধুরী। অনুষ্ঠানটির সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক আবুল সরকার। সভাপতি করিম ইকবাল সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে এ মিলন মেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

























